কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়েছে ঝিনাইদহ; জেঁকে বসেছে শীত

কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়েছে পুরো ঝিনাইদহ জেলা। পশ্চিমা বাতাশে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কে যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

সারা দিন সুর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কর্মজীবী, বৃদ্ধ এবং কোলের ছোট্ট শিশুসহ সাধারণ পথচারিরা। দুরপাল্লার গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে অনেককেই পড়তে হচ্ছে নানা ভোগান্তিতে।

শীত নিবারণের জন্য কেউ কেউ রাস্তার পাশে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আবহাওয়ার সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে ১১থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

এ অবস্থায় বৃদ্ধ ও শিশুরা ঠান্ডাজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। হাসপাতাল গুলোতে শিশুদের উপচে পড়া ভিড়। পরিস্থিতি এভাবে অব্যাহত থাকলে জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের উদ্যোগে শহরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও গ্রাম এলাকায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।

শীতের আমেজে জমজমাট মেহেরপুরের ফুটপাতে পিঠার দোকান

শীতের আমেজ অনুভূত হতেই মেহেরপুর শহরজুড়ে পিঠা বিক্রির ধুম পড়েছে। শহরের বিভিন্ন মোড়, বাজার ও জনসমাগমস্থলে বসেছে পিঠাপুলির অস্থায়ী দোকান। স্বাদে অনন্য এসব পিঠা খেতে প্রতিদিন

ভিড় করছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঋতুচক্র অনুযায়ী পৌষ-মাঘ শীতকাল হলেও মেহেরপুরে শীতের অনুভূতি চলে আসে কার্তিকের শেষ দিক থেকেই। ঠান্ডা হাওয়া বইতেই শহরের পথে পথে শীতের পিঠার ঘ্রাণ জানান দিচ্ছে মৌসুমের আগমন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর, কলেজ মোড়, পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে, নতুনপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে বসেছে পিঠার দোকান। দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রেতারা দোকান সাজিয়ে ফেলেন। সন্ধ্যার পর এসব দোকানে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। ক্ষুধার্তদের পাশাপাশি শখ করেও অনেককে দেখা যায় পিঠার স্বাদ নিতে।

পাটিসাপটা, ধুপি, চিতই সবচেয়ে বেশি চাহিদা এসবের। চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড় ও নারিকেল দিয়ে তৈরি ধুপি গরম গরম চুলা থেকে নামিয়ে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন দোকানিরা। চিতই পিঠার সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে, ঝাল ভর্তা, সরিষা বাটা, শুঁটকি ভর্তা ও বিভিন্ন উপকরণ।

গড়পুকুর এলাকার ধুপি বিক্রেতা সম্রাট ইসলাম বলেন, সারা বছর চপ পেঁয়াজি বিক্রি করি। তবে শীত এলেই পিঠার চাহিদা বেড়ে যায়। চাকরিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে পথচারী সকলেই পিঠা খেতে আসেন। অনেকে আবার বাসায় নিয়েও যান।

তিনি জানান, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ধুপি বিক্রি করে দিনে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা লাভ থাকে, যা দিয়ে এখন তার সংসার চলে।

পিঠা বিক্রেতা জামাল উদ্দিন বাবু বলেন, আগেরবার বাইরে আয়োজন করে দারুণ ব্যবসা হয়েছিল। এবার গড়ে আয়োজন করছি বলে তুলনামূলক কম হচ্ছে, তবে পায়েশ, সুজি ডিমের পিঠা, সরু পিঠা আর পাটিসাপটার স্বাদ ও মান আগের মতোই চমৎকার। ধীরে ধীরে মানুষ জানলে এবং স্বাদ পেলে আবার আগের মতোই ভালো ব্যবসা হবে।

ক্রেতা শাহাদাত হোসেন বলেন, একসময় শীতে বাড়ি বাড়ি পিঠা তৈরির ধুম ছিল। ভাপা, চিতই, রসের পিঠা নানা রকম পিঠা বানানো হতো। সময়ের সাথে সেই প্রচলন অনেকটাই কমে গেলেও এখন ফুটপাথের পিঠা আবার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই সন্ধ্যা নামলেই পিঠার দোকানে ভিড় লেগে থাকে।

ক্রেতা মিলন হোসেন বলেন, ছেলে-মেয়েদের জন্য পিঠা নিয়ে যাচ্ছি। শীতের এসব পিঠা তারা খুব পছন্দ করে। তাই পিঠা নিয়ে যাচ্ছি ওরাও খাবে, আমরাও খাবো।

শীতের আগমনে মেহেরপুরের পথঘাটে পিঠার ঘ্রাণ ও ভিড় যেন শহরবাসীর মৌসুমী আনন্দকে আরও রঙিন করে তুলেছে।

অসহায়দের জন্য শীতের রাতে মেহেরপুর পুলিশের উষ্ণ সাহায্য

মেহেরপুর জেলা পুলিশ গভীর রাতে অসহায়, দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করে এক উজ্জ্বল মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার রাতে মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার অসহায়, প্রতিবন্ধী এবং দুস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। শীতের তীব্রতায় কষ্ট পাওয়া মানুষদের জন্য এটি ছিল এক উষ্ণ ও মানবিক সহায়তা।

এ সময় পুলিশ সুপারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ জামিনুর রহমান খান এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা কামরুল হাসানের ব্যক্তি উদ্যোগে শীত

[redacted]

[redacted]

“[redacted]” [redacted] (1) [redacted] [redacted] [redacted]

দামুড়হুদায় শীতের আগাম প্রস্তুতি! লেপ-তোষকের দোকানে ভিড়

শীত নিরাময় করতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দারা আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ প্রস্তুতি নিতে উপজেলার লেপ-তোষকের দোকান গুলোতে ভীড় জমতে লক্ষ্য করা গেছে। ভীড়কে কেন্দ্র করে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে কারিগর সহ দোকান মালিকদেরকে।

দামুড়হুদা,উপজেলার প্রায় সকল লেপ- তোষকের দোকানে ক্রেতাদের উপস্থিতি থাকতে দেখা গেছে কমবেশি।কেউ যাচ্ছে ওর্ডার দিতে, আবার কেউ যাচ্ছেন নিদিষ্ট একটা মাপ দিয়ে কেমন মজুরি পড়বে জানতে। অবশ্য এবছরে অন্যআন্য মালামালের সাথে সাথে বেড়েছে লেপ তোষক তৈরির ব্যবহারের পন্য সামগ্রি।সেজন্য লেপের কাপড়, ফোম, মজুরির দামটাও একটু বেশি বলে বিক্রতা সহ ক্রেতাদের দাবি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলা বাজারের লেপ ব্যবসায়ী আলী আজগার জানান, আমি প্রায় ২০ বছর ধরে এ পেশায় নিয়োজিত। এবার শীতে দোকানে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ভিড় হচ্ছে, কিন্তু দাম একটু বেশি হাওয়ায় কাস্টমার ফিরে যাচ্ছে।

গত বারের তুলনায় এবার মালা মালের দাম বেশি,যে তুলা কিনতাম ১২০ টাকা কেজি সেই তুলা কিনতে হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি,আর যে কাপড় কিনতাম ৩০ টাকা গজ, এখন কিনতে হচ্ছে ৬০ টাকা গজ,সুকলা কিনতাম ২০ কেজির ব্যাল্ট ৪০০ টাকা এখন কিনতে হচ্ছে ৭০০ টাকায়। তিনি আরো বলেন, কারিগরদের আগে লেপ প্রতি হাজিরা দিতে হতো ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, এবছরে দিতে হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।

কারিগর করিম হোসেন বলেন, আমি ১০ রকমের লেপ তোষক তৈরি করতে পারি। সিঙ্গেল লেপ বিক্রি করছি সর্বনিম্ন ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা, ডাবল লেপ ১৫০০/৩০০০ টাকা। কিন্তু জিনিসের দাম একটু বেশি হাওয়ায় গতবারের তুলনায় এবার একটু বেচাকেনা কম হচ্ছে।

জয়রামপুর গ্রামের ডালিম হোসেন বলেন, আমি তিন টা লেপ তোষক অর্ডার দেওয়ার জন্য দোকানে গিয়ে ছিলাম কিন্তু এবারে দাম অনেক বেশি বলছে, দোকানদার বলছে আমরা কি করিবো যেমন দামে জিনিস পত্র

কিনছি তেমন দামে বিক্রি করছি। তিনি আরো বলেন গত বছরে যে তোষক কিনে ছিলাম ১.৫০০ টাকায় এবার কিনতে হচ্ছে ২.৫০০ থেকে ৩.০০০ টাকায়।

চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা আর শীতে সাধারণ জীবন ব্যাহত

চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা আর শীত সাধারণ জীবন ব্যাহত হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা গতকাল রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানান,গতকাল রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ।

গত রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। মঙ্গলবার (১২ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। কুয়াশার কারনে এদিন তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা একই ছিল। বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক

৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৪ শতাংশ। বহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

শুক্রবার (১৫ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। একদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। বহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের

আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গায় প্রচন্ড শীত জনজীবন ওষ্ঠাগত। সারা দিন শীত এ জেলায় স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে।

মেহেরপুরে শীতেও লোডশোডিং

মেহেরপুরে তীব্র শীতের মধ্যে ভোগাচ্ছে লোডশেডিং। শীত মৌসুমেও বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকলেও দিনের বিভিন্ন সময় দেওয়া হচ্ছে লোডশেডিং। গত কয়দিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং হচ্ছে দিনের একাধিক সময়। ফলে শীতের দিনে বিদ্যুতের আসা-যাওয়াতে মেনে নিতে পারছেন না জনসাধারণ। একই সঙ্গে শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও এর প্রভাব পড়ছে।

শহরের ফটোকপি দোকানি পাপ্পু হোসেন জানান, শীতের সময় যে এইভাবে বিদ্যুতের লোডশেডিং হবে এইটা কখনোই ভাবিনি। কম্পিউটারের টাইপিং চলতে চলতে লোডশেডিং দিচ্ছে সে কারণে পুনরায় আবার নতুন করে টাইপিং করতে হচ্ছে। আবার ফটোকপি করতে করতে লোডশেডিং হচ্ছে সে কারণে ফটোকপি মেশিনের ভিতরে কাগজ আটকিয়ে বারবার মেশিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রেতাদের ফটোকপি করতে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে। আমরা অনেক বিপর্যয়ের ভিতর আছি।

মেহেরপুরের রিংকু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের স্বত্ত্বাধিকার রিংকু হোসেন বলেন, মেশিন চালাইতে চালাইতে যখন লোডশেডিং হয় বাটালি ভেঙে যায় এবং মেশিনের বিভিন্ন ধরনের পার্টস এর ক্ষতি হয়। শীতের সময়ও এইভাবে বিদ্যুতের লোডশেডিং হওয়াতে আমরা ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওজোপাডিকোর নির্বাহী প্রকৌশলী তোফাজ্জেল হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক মিলে ওজোপাডিকোর গ্রাহক সংখ্যা ১৯ হাজার। বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে ৫ মেগাওয়াট কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে ৪ মেগাওয়াট। ফলে শীত মৌসুমেও তুলনামূলক কম বিদ্যুৎ চাহিদার সময়ে লোডশেডিং দিয়ে পোষাতে হচ্ছে।

বিদ্যুতের ঘাটতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা সরবরাহকারী মাত্র। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কেন্দ্র আমাদেরকে যেভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে আমরা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা হিসেবে সেই ভাবেই গ্রাহকদের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাচ্ছি।

মেহেরপুরে খেজুরের গাছিরা ব্যাস্ত সময় পার করছেন

কয়েক দিন ধরেই শীতের আমেজ শুরু হয়েছে। প্রতি বছরের মতো মেহেরপুরের গাছিরা খেজুরের রস আহরণের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছেন। এখন গাছ তোলার কাজে ব্যাস্ত। এক সপ্তাহ পরই আবার চাছ দিয়ে নলি, গুজা লাগানো হবে। খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে তিন স্তর পেরিয়ে পক্ষকাল পরেই রস আহরণ শুরু হবে।
শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সকালের দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের সাহারবাটি মাঠে দেখা গেলো খেজুর গাছ তোলা চাছার দৃশ্য।
সাহারবাটি গ্রামের আজম আলী দা, দড়ি পিঠে ঝুঁড়ি বেধে খেজুর গাছ তোলা চাছার কাজে ব্যাস্ত। তিনি জানান, এবছর আমার ৭২ টি গাছ নেওয়া আছে। গাছের মালিকদের ১ কেজি করে গুড় দিতে হবে।এই সিজিনে এক লাখ টাকা লাভ করবে বলে জানালেন এই গাছি।
আজম আলী বলেন, গাছ কাটা, রস জ্বালানো ও গুড়-পাটালি তৈরির উপকরণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার অন্য বছরগুলোর তুলনায় গুড়-পাটালির দাম বেশি হবে।

ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ম তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস,

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত তিনদিন ধরে তীব্র শীত অনুভুত হচ্ছে। এতে নিম্ম আয়ের মানুষ পড়েছেন দুর্ভোগে। চুয়াডাঙ্গার হাসপাতালগুলো শীতজনিত রোগির সংখ্যা বেরে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সুত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সিলসিয়াস। একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক কমে যাওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে শিশু ও বয়স্কদের। শিশু ও বয়স্করা শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শীতের তীব্রতা বাড়ার কারণে নিম্ম আয়ের মানুষেরা বিপাকে পড়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না। এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার রাতে জেলার নিম্ম আয়ের মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণের সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, পর্যায়মে জেলার সব এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে ২২ ডায়রিয়া রোগি। তীব্র শীতের কারণেই ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় শীতজনিত রোগে শতাধিক রোগি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শিশু ওয়ার্ডেও রোগির চাপ বেড়েছে।
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সামাদুল হক জানান, আগামী ২-৩ দিন চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা কম থাকবে।
– চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি